প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **ঠাকুরগাঁও**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **০৭ টি (জুলাই ২০২৫ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**ঢোলহাট মন্দির**		ঠাকুরগাঁও সদর আরাজী দক্ষিণ বটিনা	২৬°০৭'৩৭.৭" উ. ৮৮°২৫'২৮.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ৪ জুলাই ২০০২ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৩৭৮)	গৌরাল রায় চৌধুরী নামক এক নিঃসন্তান ভূস্বামী ঢোলহাট শিব মন্দিরটি নির্মাণ করেন। এ মন্দিরটি দ্বিতল বিশিষ্ট। গম্বুজসহ মন্দিরের উচ্চতা প্রায় ২০ মি.। প্রথম তলার পূর্ব-দক্ষিণ দিকে দু'টি প্রবেশপথ রয়েছে। দক্ষিণের প্রবেশপথে ১৭ টি শিব লিঙ্গের প্রতিকৃতি ছিল, যা অধিকাংশই নষ্ট হয়ে গেছে। বাহিরের দেয়ালে লতাপাতা ও ফুলের নকশা দেখা যায়। দ্বিতীয় তলার মেঝে সমতল। দ্বিতীয় তলার চারদিকে ৪টি ছোট প্রবেশপথ ও ৪টি জানালা রয়েছে। জানালাগুলোতে ত্রিভূজাকৃতির ইটের জাল বা খোপ রয়েছে। দ্বিতীয় তলার উপরে যে গম্বুজটি ছিল তা ভেঙ্গে গেছে। মন্দিরের ভিতরে বৃহৎ আকৃতির শিবলিঙ্গ রয়েছে। মন্দিরটি নির্মাণ ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
২.	**রাজা টংকনাথ চৌধুরীর প্রাচীন রাজবাড়ী**		রাণীশংকৈল সহোদর	২৫°৫৩'৩৩.৯" উ. ৮৮°১৬'২৮.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৫ জুলাই ২০১৯ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৩৬০)	১৯ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজবাড়ীটি নির্মিত বলে ধারণা করা হয়। এ রাজবাড়ীর সামনে রয়েছে সুবিশাল এক সিংহ দরজা। দালানের স্থাপত্যশৈলীতে আধুনিকতার পাশাপাশি ভিক্টোরিয়ান অলঙ্করণের ছাপ সুস্পষ্ট। রাজবাড়ী সংলগ্ন উত্তর-পূর্ব কোণে কাছারি বাড়ি পূর্বে দু'টি পুকুর এবং রাজবাড়ী থেকে ২০০ মিটার দক্ষিণে রামচন্দ্র (জয়কালী) মন্দির অবস্থিত।
৩.	**জামালপুর জামে মসজিদ**		রাণীশংকৈল জামালপুর	২৬°০০'৩৬.৫" উ. ৮৮°২২'৩২.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৪ সেপ্টেম্বর ২০০৩ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৭৭৪)	জামালপুর জামে মসজিদটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত। এ মসজিদের পূর্ব দেয়ালে ৫টি এবং উত্তর দেয়ালে একটি ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে মোট ৭টি অলংকৃত অর্ধগোলাকার খিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদটি গঠন শৈলী ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য দেখে মসজিদটিকে মোঘল স্থাপত্যশৈলী সমৃদ্ধ ব্রিটিশ আমলে নির্মিত বলে প্রতীয়মান হয়।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**হরিপুর জমিদার বাড়ি**		হরিপুর	২৫°৪৯'৫৪" উ. ৮৮°০৭'৪৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৬৩০)	ঠাকুরগাঁও জেলার হরিপুর উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত হরিপুর জমিদার বাড়িটি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করা হয়। বাড়িটি ইট, চুন ও সুরকির গাঁথুনি দিয়ে তৈরী। প্রায় তিন একর স্থানে কাছারি ঘর, উপসানালয়, নাচ মহল, নাগমহল, অন্দর মহল ও অন্ধকুপ নির্মাণ করা হয়েছে। বাড়ির ২য় তলায় ভবনে রয়েছে লতাপাতার নকশা ও পূর্ব দেয়ালের শীর্ষ রাজর্ষী জগেন্দ্র নারায়নের চৌদ্দটি আবক্ষ মূর্তি রয়েছে। দৃষ্টি নন্দন কারুকাজের বিলুপ্তপ্রায় নিদর্শনের প্রাচীনত্ব বিবেচনায় এটি একটি আকর্ষনীয় স্থাপত্য। এখানে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থগার থাকলেও বর্তমানে তার অস্তিত্ব নাই। জমিদার বাড়িতে একটি সিংহ দরজা ছিল।
৫.	**রাজা বীরেন্দ্রনাথ কুমার জমিদার বাড়ি**		কাশিপুর, রাণীশংকৈল	-	বাংলাদেশ গেজেট ০১ আগস্ট ২০২৪ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪৯৭)	রাজা বীরেন্দ্রনাথ কুমারের জমিদার বাড়িটি ঠাকুরগাঁও জেলার রাণীশংকৈল উপজেলার জগদল গ্রামের তীরনই ও নাগর নদীর মোহনার পাশে অবস্থিত। জমিদার বাড়িটি উপজেলা সদর হতে প্রায় ১২ কিলোমিটার পূর্ব দিকে অবস্থিত। শ্রী বীরেন্দ্রনাথ কুমার তৎকালীন জগদলের রাজকুমার ছিলেন। শ্রী বীরেন্দ্রনাথ কুমার সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁর বইয়ের প্রতি ছিল প্রবল অনুরাগ। তিনি এ কারণে গড়ে তুলেছিলেন একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার। তৎকালীন সুরেন্দ্রনাথ কলেজে (বর্তমানে দিনাজপুর সরকারি কলেজ) ১৯৪৮ খ্রি. তাঁর প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারের বইগুলো দান করা হয়। জমিদার বাড়ির পাশে প্রাচীন একটি কালি মন্দির রয়েছে। বাড়িটি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত বলে ধারণা করা হয়। মূল ভবনটি আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় তৈরি। জমিদার বাড়িটি ইট, চুন, সুরকির গাঁথুনি দ্বারা নির্মিত।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৬.	**হরিপুর জমিদার বাড়ী সংলগ্ন নাট মন্দির (বড় তরফ)**		গ্রাম: হরিপুর উপজেলা: হরিপুর	২৫°৮৩১৬৩৬ উ. ৮৮°১২৯৮৭১ পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ মে ২০২৫ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৩৯৫)	বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমের সীমান্তবর্তী জেলা ঠাকুরগাঁও এর হরিপুর উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে হরিপুর জমিদার বাড়ি অবস্থিত। জমিদার বাড়িটি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করা হয়। জমিদার বাড়িটি প্রায় ৩ একর জমির উপরে নির্মিত। জমিদার বাড়ির অন্যান্য স্থাপনার মধ্যে আছে কাছারি বাড়ি, অন্দর মহল, ধর্মীয় উপাসনালয়, নাগ মহল, নাচ মহল ও অন্ধকূপ প্রভৃতি। বাড়িটি নির্মাণ কাজ শুরু করেন ঘনশ্যাম কুন্ডুর বংশধর রাঘবেন্দ্র রায় চৌধুরী। নির্মাণ সম্পন্ন করেন তাঁর পুত্র জগেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী। প্রাচীন এই অট্টালিকাটির দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষনীয় কারুকার্য বিলুপ্ত প্রায় হলেও এখনও টিকে থাকা নিদর্শনগুলো প্রাচীনত্বের বিবেচনায় এটি একটি কালজয়ী কীর্তি। ১৯ শত খ্রিষ্টাব্দে ঘনশ্যামের বংশধররা নিজেদের প্রয়োজনে দু'টি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। রাঘবেন্দ্র ও জগেন্দ্র নারায়ণ রায়ের নির্মিত জমিদার বাড়িটি বড় তরফের জমিদার বাড়ি নামে পরিচিত। হরিপুর জমিদারি বাড়ির বড় তরফের ধর্মীয় উপাসনালয় হিসেবে ব্যবহৃত নাট মন্দিরটি জমিদার রাঘবেন্দ্র ও যোগেন্দ্র নারায়ন রায় চৌধুরী এর সময়কালে নির্মিত বলে জানা যায়। বড় তরফের ধর্মীয় উপাসনালয় হিসেবে ব্যবহৃত নাট মন্দিরটি দৃষ্টিনন্দন ও জৌলসতায় একটি স্থাপনা ছিল। যার নমুনা স্বরূপ এখনো সম্মুখভাগের স্তম্ভ, স্তম্ভে অলংকরণকৃত পলেস্তরারের ব্যবহার এবং ফুলের নকশাসহ অন্যান্য অলংকরণ তার সাক্ষ্যবহন করে।
৭.	**হরিপুর জমিদার বাড়ী সংলগ্ন শিব মন্দির (ছোট তরফ)**		গ্রাম: হরিপুর উপজেলা: হরিপুর	২৫°৮৩১৯৫৪ উ. ৮৮°১২৭৫৩৪ পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ মে ২০২৫ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৩৯৫)	বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমের সীমান্তবর্তী জেলা ঠাকুরগাঁও এর হরিপুর উপজেলার প্রাণকেন্দ্রে হরিপুর জমিদার বাড়ি অবস্থিত। জমিদার বাড়িটি ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করা হয়। জমিদার বাড়িটি প্রায় ৩ একর জমির উপরে নির্মিত। জমিদার বাড়ির অন্যান্য স্থাপনার মধ্যে আছে কাছারি বাড়ি, অন্দর মহল, ধর্মীয় উপাসনালয়, নাগ মহল, নাচ মহল ও অন্ধকূপ প্রভৃতি। বাড়িটি নির্মাণ কাজ শুরু করেন ঘনশ্যাম কুন্ডুর বংশধর রাঘবেন্দ্র রায় চৌধুরী। নির্মাণ সম্পন্ন করেন তাঁর পুত্র জগেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী। প্রাচীন এই অট্টালিকাটির দৃষ্টিনন্দন ও আকর্ষনীয় কারুকার্য বিলুপ্ত প্রায় হলেও এখনও টিকে থাকা নিদর্শনগুলো প্রাচীনত্বের বিবেচনায় এটি একটি কালজয়ী কীর্তি। ১৯ শত খ্রিষ্টাব্দে ঘনশ্যামের বংশধররা নিজেদের প্রয়োজনে দু'টি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। বড় তরফের বাড়ির পশ্চিমে নগেন্দ্র বিহারী রায় চৌধুরী ও

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তির নাম	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						গিরিজা বল্লভরায় চৌধুরী ১৯০৩ সালে পৃথক আর একটি জমিদার বাড়ি নির্মাণ করেন যা ছোট তরফের জমিদার বাড়ি নামে পরিচিতি লাভ করে। হরিপুর জমিদারি বাড়ির ছোট তরফের ধর্মীয় উপাসনালয় হিসেবে ব্যবহৃত শিব মন্দিরটি নগেন্দ্র বিহারী রায় চৌধুরী ও গিরিজা বল্লভ রায় চৌধুরী এর সময়কালে নির্মিত বলে জানা যায়। শিব মন্দিরটির গঠন ও নির্মাণশৈলী অন্যান্য অনেক প্রাচীন শিব মন্দিরে মতোই তবে অলংকরণে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। পূর্ব ও পশ্চিম দেয়ালের উপরের দিকে জানালা এবং জানালায় জালির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। অক্টাগোনাল মন্দিরটির ছাদে ছাতার ন্যায় চৌচালা ছাদ এবং ছাদে দৃষ্টি নন্দন বিভিন্ন কারুকাজ রয়েছে যা প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করে।